দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

দেশের ষোল লাখ প্রতিবন্ধী শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না

॥ মোশতাক আহমদ ॥

জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় বিশেষ করে সরকারি উদ্যোগের অভাবে দেশের প্রায় ১৬ লাখ প্রতিবন্ধী শিশু প্রাইমারী স্কুলে যেতে পারছে না। স্কুলের আসনসংখ্যা, শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বাজেটে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বিশেষ করে রুলস অব বিজনেস পরিবর্তন না করায় এ সংকট উত্তোরণের কোন ব্যবস্থা নেই। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের হিসাব অনুযায়ী এ ১৬ লাখ শিশুর ব্যাপারে সরকারিভাবে যথাসত্বর জরুরী ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে এ সংকট উত্তোরণের কোন পথ থাকবে না। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বার বার এসব শিশুদের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি খন্দকার জহুরুল আলম।

বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই সরকারি উদ্যোগের অভাব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধী। এর মধ্যে রয়েছে বাক, শ্রবণ, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী। গত ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকারের আদম শুমারী অনুযায়ী দেশে ৬ লাখেরও বেশী প্রতিবন্ধী রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রায় ৫৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যারা বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধী।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সমন্বয়কারী রফিক জামান জানান, প্রতি বছর বাজেটের সময় তারা সরকারকে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য দাবি জানালেও সরকার এতে কোন সাড়া দেয় না। কারণ সরকারের হিসাব মতে দেশে তেমন কোন প্রতিবন্ধী নেই। তাই প্রতিবন্ধীদের জন্য অর্থ বরাদ্দে সরকার বরাবরই অনীহা প্রকাশ করে আসছে। শিক্ষা খাতে "২য় প্রাইমারী শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প" সরকারের একটি বড় প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থায় স্কুলে নেয়ার ব্যাপারে ১৩ হাজার শিশুর জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু স্কুলে প্রতিবন্ধীদের বসার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণসহ সামগ্রিক পরিবেশ না থাকায় সরকার সেটাকেও খরচ করতে পারেনি।

প্রতিবন্ধী ফোরামের কর্মকর্তারা বলেন, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হওয়ায় প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদনসহ বিভিন্ন বিষয়ে অন্য মন্ত্রণালয় কোন প্রকল্প হাতে নিতে পারছে না। তবে রুলস অব বিজনেস পরিবর্তন করা হলে সকল মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালের ১২ মে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী বিষয়ক অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে। তাই ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন জাতিসংঘ সনদ অনুসারে যুগোপযোগী করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবন্ধীরা মেধা ও শ্রম দিয়ে অনেকেই আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের মনসুর আহমেদ জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কমিটির সদস্য, খন্দকার জহুরুল আলম এশিয়া প্যাসিফিক ডিজএ্যাবিলিটি ফোরামের চেয়ারম্যান, খালেদ ওসমান একজন আর্কিটেকট, অন্তরা আহমেদ আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কর্মরত। এরা সকলেই বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি খন্দকার জহুরুল আলম জানান, সরকার গত বছর বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। দেশের ২ লাখ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে মাসে ২৫০ টাকা করে এ বরাদ্দ অনুদান হিসাবে দেয়া হচ্ছে। অথচ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আছে মাত্র ৬ কোটি টাকা; কিন্তু তার পরেও প্রতিবন্ধীদেরকে শুধু অনুদান দিলেই চলবে না। দেশের মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এদের যুক্ত করতে হবে। এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাখাতে বাজেট আরো বহুগুণ বাড়াতে হবে। তার মতে দেশের ১৬ লাখ প্রতিবন্ধী শিশু যারা এখনই স্কুলে যাওয়ার উপযোগী তার মাত্র শতকরা ৪ ভাগ স্কুলে যাচ্ছে। বাকীদেরকে স্কুলে নেয়ার ব্যাপারে সরকারকে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি রুলস অব বিজনেস পরিবর্তন করে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। কারণ তারাও দেশের নাগরিক। সমস্ত নাগরিক অধিকার পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই। তিনি বলেন, এ বছর প্রতিবন্ধী ফোরাম বাজেটে ৬ কোটির স্থলে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। সরকার উদ্যোগ নিলে দেশের প্রায় দেড় কোটি প্রতিবন্ধী বোঝা নয় সম্পদে পরিণত হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেই এদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।